ঈশ্বর জানতেন কোথায় থামতে হবে...আমরা কি তা জানি?

আশা করি জানি, তবুও আমাদের দেখা প্রয়োজন! আদিতে সৃষ্টির সময় তিনি ছয় দিনে সমস্ত সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করেছিলেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। আলো, সময়, স্থান, জীবন, এবং মানুষ সৃষ্টির পর তিনি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তা নয়, বরং তিনি সৃষ্টিকাজ স্থগিত করার জন্যই এমন করেছিলেন। তার স্থগিত করার মাধ্যমে ঈশ্বর তার কাজের মানদন্ড স্থির করলেন, কারণ তিনি জানতেন কখন থামতে হয়।

মূল শব্দ

שַׁבָּת

Shabbat = Sabbath = ৭ম=কাজ শেষ করা

২ "পরে ঈশ্বর সপ্তম দিবসে আপনার কৃত সমস্ত কার্জ হইতে বিশ্রাম করিলেন। ৩আর ঈশ্বর সেই সপ্তম দিবসকে আশীর্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন, কেননা ঈশ্বর সেই দিবসে আপনার সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কার্য থেকে বিশ্রাম করিলেন।"

শান্তিতে বিশ্রাম উপভোগ করতে ভাল কাজ করুন... ঈশ্বরের লোকেরা সত্যিই আশীর্বাদযুক্ত!

১. শারীরিক বিশ্রাম- ঈশ্বর সাব্বাত বিশ্রামের নিয়ম করেছিলেন, আর আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট এবং যখন আমরা তার সৃষ্ট নিয়ম অনুসারে একটি সাপ্তাহিক ছুটি পালন করি করি তখন নিজেদের আশীর্বাদযুক্ত অনুভব করি। আমাদের দৈনন্দিন বিশ্রামের এই প্রয়োজনীয়তা ঈশ্বরের উপর আমাদের নির্ভরতা প্রকাশ করে যিনি আমাদের বহণ করে চলেন।

২. আধ্যাত্মিক বিশ্রাম- যীশু বুঝেছিলেন মানুষ ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। তাই তিনি বলেছিলেন, " আমার নিকট আইস...আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব," যেন তারা "তাদের আত্মার বিশ্রাম খুঁজে পায়"। (মথি ১১:২৮-৩০) আর তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "মনুষ্যপুত্রই বিশ্রামবারের কর্তা"(লূক ৬:৫)। তিনিই বিশ্রাম দাতা, এবং জানেন কখন থামতে হবে।

৩. অনন্ত বিশ্রাম- ইব্রীয় ৪ এ, চিরস্থায়ী পরিবার অনন্ত জীবনে স্বর্গীয় বিশ্রাম উপভোগ করবে। এটি ঈশ্বরের লোকদের জন্য প্রতিশ্রুত "ঈশ্বরের লোকদের সাব্বাত বিশ্রাম" (ইব্রীয় ৪:৯)। এই বিশ্রাম প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ ঈশ্বরের উপস্থিতি লাভ করা। তিনিই আমাদের বিশ্রামস্থান।

ঈশ্বর কেন "কাজ স্থগিত" করেছিলেন?

আদিপুস্তক ১:৩১ পদে ঈশ্বর তার সৃষ্টিকে বললেন "অতি উত্তম" এবং কাজ সমাপ্ত করে বিশ্রাম নিলেন। চিন্তা করুন ঈশ্বর কেন এই সময়ই থামলেন...ঈশ্বর কি নতুন কিছু ভাবতে পারেননি? ঈশ্বরের সৃষ্টিশীলতা কি শেষ হয়ে গিয়েছিল? না, তা নয়। বরং এটাই থামার জন্য সঠিক সময় ছিল কারণ ওই পর্যায়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা পরিপূর্ণ হয়েছিল।

বিশেষত নারী পুরুষের বিষয়ে, সঠিক "থামার সময়" ঈশ্বরের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া প্রয়োজন। ঈশ্বরই নারী এবং পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। থামুন। ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করলেন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করে, আপন মূর্তিতে, ঈশ্বরের দূত হয়ে পৃথিবীতে শাসন করার জন্য। থামুন। নারী ও পুরুষের মধ্যে ঈশ্বরের আদর্শ না থাকলে সেটি অনেক ভারী ফলাফলের কারণ হয়। কিছু তত্ত্ব, নীতি, সিদ্ধান্ত ঈশ্বরের কর্মীদের সীমাবদ্ধ করে। কিছু কাজ ঈশ্বরের ফসলকে সীমিত করে। কিছু কাজ ও ভাবমূর্তি ঈশ্বরের রাজ্যের আদর্শকে অসম্মান করে অ-ঈশ্বরীয় অহংকার,গর্ব ও মানুষের সংস্কৃতিকে উপরে তোলে

আপনি কি খুব শীঘ্রই থেমে যান? নাকি অতিরিক্ত পথ অতিক্রম করেন? আপনি ঈশ্বরের আদেশ ও চরিত্র যথাযথভাবে ধারণ করেন?

- আপনি শুধুমাত্র পুরুষদের জন্যই দরজা উন্মুক্ত করেন, কিন্তু ধার্মিক নারীদের দ্বারা ঈশ্বর তার যে কাজ করতে পারেন তা সীমাবদ্ধ করেন?(**খুবই সঙ্কীর্ণ**!)
- আপনি কি অধার্মিকদেরকেও সুযোগ দেন? **(অতি বিস্তীর্ণ!)**
- আপনি কি ধার্মিক নারী এবং পুরুষের জন্য দরজা উন্মুক্তকারী, এবং তাদেরকে সাহস দেন ও ঈশ্বরের মতো করে গড়ে উঠতে সাহায্য করেন?**(উত্তম!)**

"অতি সঙ্কীর্ণতা" পাপ। "অতি বিস্তীর্ণতা" পাপ।

উপসংহার

ঈশ্বর জানতেন কখন সৃষ্টি করতে হবে এবং কখন থামতে হবে। তিনি সৃষ্টি করলেন, আশীর্বাদ করলেন, এবং নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করলেন, তারপর থামলেন। তিনি তাদেরকে অভিন্ন করে সৃষ্টি করেননি। সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দাড়াতে হলে গভীর জ্ঞান প্রয়োজন। ঈশ্বর চান তিনি যে পর্যায় থেমেছেন আমরাও যেন সে পর্যায়ে থেমে যাই।

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **ঈশ্বর** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?